অবতরণিকা

কখনো কি কাউকে বলেছ, 'আল্লাহ আমাকে সুখে রেখেছেন; তাঁর অনুগ্রহে আমি বেশ ভালো আছি' শুধু এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে যে, তুমি কানে শোনো, তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় ঠিকমতো কাজ করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কখনো কি এমন বলেছ?

কখনো কি উদ্বিগ্নতার সময় নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ যে, তোমার চেহারায় দুটি অমূল্য অক্ষিগোলক রয়েছে, পৃথিবীর সব সম্পদও যার বিনিময় হিসেবে নেবে না তুমি?

পৃথিবীর অনেকেই তো এমন জীবনের স্বপ্ন দেখে, যে জীবন তুমি যাপন করছ। তোমার জীবনের স্বাভাবিক কাজগুলো করা তাদের জন্য এক রকম চ্যালেঞ্জের। আর তোমার কাছে যেসব কাজ চ্যালেঞ্জের, সেসবের কাছে তারা আগ থেকেই আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে। কারণ, তারা এতটুকু এগোতে অক্ষম।

তোমার জীবনে যেটা তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন, তাদের জন্য সেটা পরম আরাধ্য ও স্বপ্নের।

তাদের স্বপ্নের জীবন তুমি যাপন করছ, এমনকি তুমি এখন বিরক্তি বোধ করছ!

অথচ তোমার উচিত ছিল, রবের শুকরিয়া আদায় করা।

এখনো কি তোমার মাঝে সে উপলব্ধি আসেনি যে, তুমি কৃতজ্ঞ হবে!

- ইসলাম জামাল

এ বইটি লিখেছি আমার ও তোমার পড়ার জন্য...
জীবন নিয়ে শত অভিযোগ ছিল আমার...
'তুমি' বলে আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করছি না...
উদ্দেশ্য করছি আমার নিজ নফসকে...
হয়তো এবার সে হিদায়াত পেয়ে যাবে...

- অকৃতজ্ঞ বান্দা
ইসলাম জামাল

সূচিপত্র

সৌভাগ্যময় আমি ⁞ ১১
অকৃতজ্ঞ ⁞ ১৮
সম্পদ ও সুখ ⁞ ২০
সুখের ঠিকানা ⁞ ২৩
অকৃতজ্ঞ ⁞ ২৫

সুখে থাকার ইবাদত ⁞ ২৯
সন্তুষ্টি ও উচ্চাভিলাষ ⁞ ৩১
ইউসুফের সুখী হওয়া ⁞ ৩৫

আমার চোখ ⁞ ৩৯
আমি দেখতে চেয়েছি ⁞ ৪১

আমি কানে শুনতাম ⁞ ৫১
তুমি স্বাধীন ⁞ ৫৫
আমাদের কাছে যা সহজ, তাদের কাছে সেটা স্বপ্ন ⁞ ৬১

সুস্থতা ⁞ ৬৮
সময় চলে যাওয়ার আগে তোমার জীবনকে একটা অর্থ দাও ⁞ ৬৮
সুস্থতা থেকে অসুস্থতা ⁞ ৬৯
ভিন্ন সুখ ⁞ ৭১
আমি কে? ⁞ ৭৪
রোগের খেয়ালিপনা ⁞ ৭৬
আরেকবার ⁞ ৭৭

মা-বাবার প্রতি বিনয়াবনত হও ⁞ ৮২
একটি আমল ⁞ ৮৩
আমাদের যত অজুহাত ⁞ ৮৬
পুণ্যবানগণ ⁞ ৮৮
কঠোর বাবা ⁞ ৯০

তুমিও কি অবসরতা চাও? ⁞ ৯৩
আল্লাহর কর্মচারী ⁞ ৯৬
চ্যালেঞ্জসমূহ ⁞ ৯৮
ভুল ও জবাবদিহিতা ⁞ ১০০

হায়, আফসোস! ⁞ ১০৩
তোমার হৃদয়ের জান্নাত ⁞ ১১০

ফেরেশতাদের সাথি ⁞ ১১২
ফেরেশতাদের চিন্তামহল ⁞ ১১৫
ফেরেশতাদের সঙ্গ ⁞ ১১৭

ধীরস্থির হও ⁞ ১২৩
'না' বলতে শেখো ⁞ ১২৬
আল-আরবাউন আর-রিয়াদিয়া ⁞ ১৩০
ধীরে-সুস্থে ধৈর্যের সাথে ⁞ ১৩৩

সে সফল হলো ⁞ ১৩৮
সফল নারীদের শিরে তাজ ⁞ ১৪০
তারা সফল ⁞ ১৪৩
অণু পরিমাণ ⁞ ১৪৫

আশাবাদ ┇ ১৫০
আশার খন্দক ┇ ১৫৬
ইমানের প্রবৃদ্ধি ┇ ১৬২
আশাবাদী মুসা ﷺ ┇ ১৬৮
আমি আল্লাহকে দেখেছি ┇ ১৭২
না পাওয়ার কথা ┇ ১৭৭
কুরআনের কথা ┇ ১৮২
এক প্রেমিকের কৃতজ্ঞতার বয়ান ┇ ১৯০

সৌভাগ্যময় আমি

আমার দিনগুলো ছিল একদম একঘেয়ে। যেন কোনো বইয়ের প্রতিটি পাতাতেই একই চিত্র বারবার আঁকা হয়েছে। প্রতিদিন সকালে এলার্মের বিরক্তিকর শব্দ কানের পর্দা ছিঁড়ে জানান দেয়, আরামের ঘুমের সময় শেষ হয়েছে! এ ঘুম যতই গিয়েছি, কখনোই আমার কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি। ঘুম যেন কখনোই পূর্ণ হওয়ার জিনিস নয়। এলার্মের ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠার সাথে সাথে আমার আধা ঘুমন্ত আধা জাগ্রত অন্তরে বিরক্তির সুর ছেয়ে যায়। আমার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে আসে। সকাল হয়ে গেছে, এখন আবার আরেকটি দিনের শুরু। রুটিনমাফিক একঘেয়ে জীবনের আরেকটি একঘেয়ে দিন!

সাধারণত আমি আমার জীবনের প্রতিটি দিনকে বিরক্তির সাথে স্বাগত জানাতাম। কখনো কোনো কারণ থাকত, আবার কখনো কারণ ছাড়াই। যতদিন না আমি ইনসাফকারী হয়েছি, ততদিন এভাবেই কেটেছে। তবে মাঝে মাঝে কিন্তু খুব কমই সকালবেলার এলার্মটাকে সৌভাগ্য ও সুখের মনে হতো। এটা সেদিনই হতো, যেদিন এলার্ম বাজার পর মনের ভেতর উদয় হতো আজ তো ছুটির দিন!

এলার্ম থামিয়ে দিতাম আমি। তখন আমার ভেতরে বিজয়ের অনুভূতি জাগরূক থাকত। যেন আমি প্রচণ্ড যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি। এবার নতুন করে ঘুমের কোলে মাথা এলিয়ে দিয়ে ঘুম পূর্ণ করব। কিন্তু আফসোস, অত বেশি আর হয় না ঘুমিয়ে আরাম করা! কোনো না কোনোভাবে ব্যাঘাত ঘটেই! অধিকাংশ ছুটির দিনই আমি আমার মোবাইলকে শোয়ার আগে দূরে সরিয়ে রাখি। যাতে দিনের বেলা কল-রিংয়ের কারণে ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে। কিন্তু ওই যে বললাম, কোনো না কোনোভাবে ব্যাঘাত ঘটেই।

এভাবে অসন্তোষ আমার পুরো মেজাজকে দখল করে নেয়। এমনকি অসন্তোষ ও বিরক্তি আমার একটা অংশ হয়ে যায়। বরং বলা ভালো, আমার পুরো অংশটাই অসন্তোষে ভরে ওঠে। অতীতের সঞ্চয় ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা আমার ভেতরে সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে একটি শক্ত প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমি ঠিকই উপলব্ধি করতে পারি যে, আমিই বরং আমার বিরুদ্ধে খিয়ানত করছি। এভাবে চলতে থাকল... এমনকি আমার কাছে মনে হলো, সবকিছু যেন তার অর্থ হারিয়ে ফেলছে। আমি নিজেকে এড়িয়ে যাই; ফলে আগের সে উজ্জ্বলতা আর দেখিনি। দিনগুলো দ্রুত কেটে গেল। যখনই আমি নিজের বোধ-বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ করে নিজেকে সঠিকতার দিকে আনতে চাইতাম, তখনই আমার সত্তা আমাকে দূরে সরিয়ে দিত!

আমার কাছে এ প্রশ্নের উত্তর ছিল না যে, কেন পছন্দের এসব জিনিসের সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য বেশি দিন স্থায়ী হয় না?

প্রথমে একটা জিনিসকে সুন্দর মনে হয়। এরপর তার সৌন্দর্য হারিয়ে যায়।

নাকি এভাবে কেবল আমিই ভাবি!

জীবনটাকে বেদনাময় মনে হতো।

অবশেষে সেদিনটা এল, যেদিনকে আমি কখনো ভুলতে পারব না।

যেদিন সন্তুষ্টি আমাকে ছুঁয়ে যায় এবং আমি সৌভাগ্যের দেখা পাই।

সেদিন আমি বুঝতে পারি, প্রতিটি জিনিসের সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য তার সাথেই থাকে; কিন্তু আমার দেখার যোগ্যতা ছিল না বলে আমি দেখতে পাইনি। সেদিন আমি উপলব্ধি করি, আমি আসলে সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য বোঝার মতো দৃষ্টিতে সেদিকে কখনো তাকাইনি।

এদিনটি আগের দিনগুলোর মতোই ছিল।

কানফাটা আর্তনাদ করে এলার্ম বেজে উঠল।

হাত দিয়ে মোবাইলটা ধরে এলার্ম বন্ধ করব বলে হাতটা নাড়ালাম।

কিন্তু, এ কি! হাত যে সাড়া দিচ্ছে না!

পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিলাম। ভাবলাম, এখনো পুরোপুরি জেগে উঠিনি তো তাই এমনটা হচ্ছে।... দ্বিতীয়বারের মতো হাত নাড়ালাম।... কিন্তু এবারও হাত সাড়া দিচ্ছে না!

আর যেহেতু আমি তখনও অর্ধ নিদ্রিত অবস্থায়, তাই মোবাইল দেখছি না। হয়তো আমি ভুল দিকে হাতড়িয়েছি, তাই মোবাইল হাতে আসছে না।...

এবার আমি শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নিলাম।

কিন্তু আমার শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একদমই নির্জীব হয়ে গেল!

একটুও নড়ছে না!

আমি চোখ খুললাম।

কিন্তু অন্ধকার ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছে না।

আমার কামরার ছাদের জায়গায় গাঢ় অন্ধকারই ভাসছে চোখে।

আমি হাত নাড়ালাম, যাতে আমার চোখ স্পর্শ করতে পারি; কিন্তু আমার হাত তো অকেজো!

ভয়ানক এক আতঙ্ক গ্রাস করেছে আমার অন্তরকে।

এতটা আতঙ্ক এর আগে কখনো অনুভব করিনি।

এ অনুভূতি আমাকে নিশ্চিত করছে যে, আমি পূর্ণ জেগে আছি!

হ্যাঁ, আমি জেগে আছি; কিন্তু আমার হাত সাড়া দিচ্ছে না। আমি চোখ খুলে কেবল অন্ধকারই দেখছি। এতটুকু আলোর ছিটেফোঁটাও দেখছি না; অথচ আমি চোখজোড়া পুরোপুরি খোলা রেখেই তাকিয়ে আছি।

আমার অন্তর ভয়ে যেন শূন্য হয়ে গেছে!

শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু এ কি! এত জোরে চিৎকার করেও কানে কিছুই তো শুনলাম না!

আমি কেবল শুনতে পাচ্ছি এলার্ম বিরতিহীন বেজেই চলছে।

দ্বিতীয়বারের মতো চিৎকার করলাম গলা-ফাটিয়ে...

কিন্তু আমার চিৎকার যে গলা অতিক্রমই করছে না!!

আমি জানি না...

এটাই কি মৃত্যু?

না আমি অন্তিম মুহূর্তে উপনীত—মৃত্যুপথযাত্রী?

না একটার পর একটা ইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে যাচ্ছে আমার!

আমি অনুভব করলাম, এক নদী ঘামের ভেতর ডুবে যাচ্ছি যেন। আমার কপাল থেকে চোখের ওপর ঘামের ফোঁটা বেয়ে পড়ছে। ঘামের ফোঁটাটিকে সরাতে চাইলেও সরাতে পারছি না! ভয় আমাকে একেবারে ঝাপটে ধরেছে। ভয়ের কারণে আমার শরীরের একটা মাত্র অঙ্গ কাঁপতে লাগল, শরীরের একটা মাত্র অংশ কাজ করছিল, আমার কাঁধ প্রচণ্ড কুঞ্চিত হয়ে কাঁপছিল।

ক্লান্তি আমার ওপর ভর করল...

আমি নিজেকে এমন পরিস্থিতির সামনে সঁপে দিলাম...

অনুভব করলাম, প্রচণ্ডভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে আমার, সাথে সাথে আমার নিশ্বাসের শব্দও বড় হয়ে উঠছে।

আমি শ্বাস নিচ্ছি!

তাহলে আমি জীবিত!

না, বরং জীবিত এক অসাড় দেহ।

যে দেহের অঙ্গগুলো অবশ, অকেজো।

কেবল ফুসফুসটাই সচল।

আমার নিশ্বাস শান্ত হয়ে এল ধীরে ধীরে। তখন আমার চিন্তায় কিছু বিষয় উদয় হলো, যা এতক্ষণ ভাবনায় ছিল না। আমি অনুভব করলাম, ঘামের সাথে মিশে কিছু অশ্রুফোঁটা আমার চিবুকের ওপর দিয়ে নেমে যাচ্ছে...

যদি এটা মৃত্যু না হয়ে থাকে, তবে এটা কী?

তবে কি সামনের বাকিটা জীবন আমাকে এ অন্ধ চোখ নিয়ে কাটাতে হবে?!

তবে কি মৃত্যু পর্যন্ত আমার জগৎটা বিছানাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে?

আমি তো কথা বলতে পারছি না... কিছু চাইতে হলে কীভাবে চাইব?

আমার সন্তানরা... আমি কি তাদের আর দেখতে পাব না?!

আমি একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়েছি। আমাকে কি তাদের কেউ খাইয়ে দেবে! তাদের কেউ আমাকে বহন করবে!

আমাকে চিন্তা ঘিরে ধরল। এমনকি আমি আমার জীবনের সম্ভাব্য পরিস্থিতি চিত্রিত করে নিলাম আমার সামনে। চিত্রটা এমন যে, অক্ষম-অপারগ জীবন আমাকে টেনে হেঁচড়ে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, জীবনটা আমার অক্ষমতায় ভরা।

আকাঙ্ক্ষা করলাম, যদি কেবল আমার দৃষ্টিশক্তি থাকত, তাহলে আমার জন্য অনেক সহজ হতো। সন্তানদের দেখতে পেতাম, চারপাশের পৃথিবীর দৃশ্যটুকু অবলোকন করতে পারতাম। এ অন্ধকারময় দৃষ্টির বদলে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল চিত্র দেখতে পেতাম। হয়তো আমার অন্যসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অকেজো থাকা সত্ত্বেও কেবল দৃষ্টিশক্তির বদৌলতে কোনো কিছু করতে পারতাম!

এরপর আমি ভাবলাম, আমার কোনো সন্তান আমাকে হুইল চেয়ারে করে আনা-নেওয়া করবে, কেউ আমাকে খাইয়ে দেবে।

এতে সবাই আমার ওপর বিরক্ত হতে পারে।

না, চোখের বদলে আমার হাত-পায়ের শক্তি ফিরে আসুক, নড়াচড়া করার শক্তি আসুক।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তার বদলে কথা বলার শক্তিকে প্রাধান্য দিলাম।

এভাবে চিন্তাভাবনার উপত্যকায় ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে পড়লাম।

'আল্লাহ... আল্লাহ' জিকির করতে থাকলাম। আর প্রতিটি নিশ্বাসে দয়াময়ের কাছে সাহায্য চাইতে লাগলাম।

আমি নিজের করুণ অবস্থার ওপর কাঁদতে শুরু করলাম...

হঠাৎ খেয়াল করলাম, আমার চোখজোড়া ধীরে ধীরে খুলছে। আমার কামরার ছাদটা দৃশ্যমান হচ্ছে আস্তে আস্তে।

আমার হাতে মোবাইল, তখনও এলার্ম বেজে চলছে।

হাত নাড়িয়ে দেখলাম, হাত আমার সচল!

পা নাড়িয়ে দেখলাম, পাও কাজ করছে ঠিকমতো।

আমার মুখে ক্লান্ত শ্রান্ত মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠল...

এতটা শান্তি এর আগে অনুভব করিনি...

আমার যে জিহ্বা অকেজো ছিল, সেটা দেখলাম, নিজ থেকেই বলে চলছে :

আলহামদুলিল্লাহ... আলহামদুলিল্লাহ... আলহামদুলিল্লাহ...

ধীরে ধীরে ক্লান্ত শরীর নিয়ে সোজা হয়ে বসলাম।

আমার শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল তখনও। যেন একটা বড় ট্রাক শরীরের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল।

শরীরের ব্যথা ও ক্লান্তি সত্ত্বেও আমি এতটা সৌভাগ্য অনুভব করলাম, যা আগে কখনো অনুভব করিনি।

আমার সাথে যা ঘটেছিল, সেটা কোনো ক্ষণিকের দুঃস্বপ্ন ছিল না। পরবর্তী সময়ে জানতে পারলাম, স্বপ্নে নয়; বরং বাস্তবেই ঘটেছিল সেটা। আমার স্লিপিং প্যারালাইসিস হয়েছিল। আমি জাগ্রত ছিলাম বটে; কিন্তু দেখতে বা নড়াচড়া করতে বা কথা বলতে সক্ষম ছিলাম না।

এটা কয়েক মিনিটের জন্য হয়েছিল।

আমাকে দেওয়া কিছু নিয়ামত অল্প কিছুক্ষণের জন্য চলে গিয়েছিল।

যাতে নিজেকে দুর্ভাগা মনে করা এই আমি বুঝতে পারি যে, পুরো দুনিয়ার চেয়ে মূল্যবান কিছু আমার কাছে রয়েছে; অথচ সেটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন আমি!

সে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার সব আশা এটাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, যে জীবন নিয়ে আমি বিরক্ত ছিলাম, সেটা যেন আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সেদিনের পর থেকে...

কখনোই আমার কাছে জীবনকে আর একঘেয়ে লাগেনি... আমি সবকিছুতে অর্থ খুঁজে পেলাম...

এখন আমি প্রতিদিন এমনভাবে ঘুম থেকে উঠি, যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছি...

অকৃতজ্ঞ

বছরের পর বছর...

আত্মতুষ্টি ও প্রশান্তির খোঁজে দিগ্‌বিদিক ঘুরে ফিরেছি আমি।

কিন্তু কোথাও তার দেখা পাইনি।

আসলে আমি ভুল জায়গায় তা খুঁজছিলাম, মনে করেছিলাম একদিন আমি তার দেখা পাব আমার কাঙ্ক্ষিত জায়গা থেকে।

অন্যদিকে সে অগণিত নিয়ামতের কথা আমি বেমালুম ভুলে রইলাম, যা প্রতিদিনই নতুনরূপে আমার কাছে আসে।

পৃথিবীর দিগ্‌বিদিক ছুটে গেলাম প্রশান্তি ও সৌভাগ্যের আশায়, যখন যেদিকে আশার কিরণ দেখেছি, সেদিকেই ছুটেছি। একটার কাছে এসে যখন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাইনি, তো আরেকটার দিকে ছুটে গিয়েছি। এরপর আরেকটা। এরপর আরেকটা। এভাবে অনবরত একটার পর একটার সাথে নিজের আশাকে জুড়ে দিতে লাগলাম। অবশেষে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি নিজেই নিজের সুখ ও প্রশান্তিকে দূরে ঠেলে দিয়েছি; যখন তা আমার কাছে এসেছিল, আমি তাকে বরণ না করে ছুড়ে ফেলেছি।

এতদিন আমি যে সুখ-শান্তি খুঁজে ফিরেছি, সে সুখ-শান্তি আজ আমাকে ঘিরে রেখেছে চারপাশ থেকে। আমাকে দেওয়া নিয়ামতরাজি থেকে কেবল একটি নিয়ামত হারিয়ে ফেলার পর আবার যখন তা ফিরে পেলাম, তখন আমি বুঝতে পারলাম, আসলে সুখ-শান্তি কী জিনিস! যেন স্বয়ং মহানদাতা আমাকে সঠিক পথ দেখালেন। প্রতিদিনই যে আমি অজস্র নিয়ামত ভোগ করে চলছি, সে অনুভূতি আমার মাঝে জাগ্রত হলো। আর আমি নিজেকে সুখী হিসেবে আবিষ্কার

করলাম। কিন্তু এতদিন আমি তাঁর নিয়ামতের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিতাম।

এতদিন আমার অবস্থা ছিল, যখনই আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করত 'কেমন আছ?' আমার নির্লিপ্ত জবাব হতো, 'এই চলছে কোনো রকম, জীবনে কোনো রকম নতুনত্ব নেই।' কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে, আমি নিজেকে সে প্রশ্ন করি—কোন নতুনত্বের অপেক্ষা করছি আমি, যা এলে পরে আমি আল্লাহর দেওয়া আমার চারপাশের অজস্র অশেষ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করব?

এ নতুন জিনিস কোনটি, যা আমি এতটা হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছি! এ নতুন জিনিসটি কি আমাকে সুখী করতে পারত, যদি আমি আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বসতাম! যদি পৃথিবী-সমান স্বর্ণের প্রস্তাব করা হতো আর তার বদলে আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি দিতে হতো, তাহলে তো আমি সে প্রস্তাব গ্রহণ করতাম না।

এ নতুন জিনিসটি কি আমাকে সুখী করতে পারত, যদি আমি আমার শ্রবণশক্তি হারিয়ে বসি! আল্লাহর শপথ, যদি আমাকে পৃথিবীর রাজত্ব ও শ্রবণশক্তির মাঝে দুটির একটিকে বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে অবশ্যই আমি আমার শ্রবণশক্তিকে প্রাধান্য দেবো।

এ কোন জিনিস, যার বদলে আমি আমার বাকশক্তি বিসর্জন দিয়ে বোবা হয়ে যেতে প্রস্তুত হচ্ছি?

অনেকেই যখন পঙ্গু অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে—স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছে না, আর আমি সুস্থভাবে হাঁটতে পারছি, এটা কি আমার জন্য সে নতুন কিছু পাওয়ার চেয়ে বেশি কিছু নয়?

হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে কতজন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে—আর আমার হৃদযন্ত্র প্রতিদিন হাজার হাজার লিটার রক্ত পরিশোধন করে যাচ্ছে, এটা কি আমার জন্য সে অভিনব কিছু অর্জনের চেয়ে বেশি কিছু নয়?

উত্তর : হ্যাঁ।

তাহলে কীসের জন্য আমার এত অপেক্ষা? কেন আমি এমন সব জিনিসের আশায় মরিয়া হয়ে পড়েছি, যেসব জিনিস আমার কাছে থাকা কোনো একটি নিয়ামতেরও সমান নয়, যা প্রতিদিন বিনা কষ্টে নবায়ন হয়ে চলছে!

এখনো কি সময় হয়নি প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার! যেন আমরা মরীচিকার পেছনে না ছুটে কাঙ্ক্ষিত সে প্রশান্তি লাভ করতে পারি, আলিঙ্গন করতে পারি অনাবিল সুখের পরশ ও সন্তুষ্টময় জীবনকে?!

এডি রিকেনবেকার তার সঙ্গীদের সাথে একটি কাঠের নৌকাতে ২১ দিন সমুদ্রে কাটান। একপর্যায়ে তারা সমুদ্রের মাঝে দিক ভুলে যান। সাগরের ক্রমাগত তরঙ্গমালা তাদের নিয়ে যাচ্ছিল অজানার দিকে। অবশেষে যখন তারা এ কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়ে গন্তব্যে ফিরেন, তখন তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আমি সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি পেয়েছি, সেটা হচ্ছে, যদি কারও কাছে পান করার মতো পানি এবং খাওয়ার মতো খাবার থাকে, তাহলে তার আর কোনো রকম অভিযোগ করার অধিকার নেই।'

সম্পদ ও সুখ

সেই ছোটবেলা থেকে... টাকাপয়সা ও সুখ দুটোকে একই সূত্রে গাঁথতে শিখেছি আমরা। টাকাপয়সা ও সুখ দুটোই আমাদের অন্তরের একই জায়গায় অবস্থান করে নিয়েছে। তাই আমাদের ধারণা, অচিরেই আমরা এতটা ধনী হলেই তবে সুখী হতে পারব। অর্থের পরিমাণ কারও বেশি কারও কম, একেক জনের একেক রকম। আর সুখী হওয়ার মানদণ্ডটাও সবার ক্ষেত্রে এক রকম নয়। কারও লক্ষ্য একটি বাড়ি করা, কারও লক্ষ্য নতুন গাড়ি কেনা, কারও লক্ষ্য মিলিয়ন ডলার ব্যাংক-ব্যালেন্স—যা অর্জন করা ছাড়া কীভাবে সে সুখী হবে!

আমাকে বিড়ালতপস্বী বলে তিরস্কার করার আগেই আমি বলে দিতে চাই, আমাকে তিরস্কার করা যুতসই নয়। আমি বলছি না যে, আপনি টাকাপয়সা সব ফেলে বৈরাগী হয়ে যান। আমি নিজেও অর্থকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে, কয়েক রাষ্ট্রজুড়ে আমার গড়া ব্যবসায়িক সংগঠন কাজ করছে। কিন্তু আল্লাহর দয়ায় আমার জীবনের একটা পর্যায়ে আমি শিখেছি যে,

সম্পদ ও সুখ অন্তরের একই স্থানে রাখার মতো নয়। আমি মনে করি না যে, সম্পদ ও সুখ মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ; আমি বিশ্বাস করি না যে, সম্পদ আসলে সুখও আসে। আমাকে এ নীতি অনেক সাহায্য করেছে যে, প্রথমে আমি সুখ-শান্তি নিশ্চিত করি, এরপর সেটাই আমাকে আরও বেশি কাজ করার উৎসাহ জোগায়। এর বিপরীতটা নয়।

আমি বিশ্বাস করি, সম্পদ জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। পৃথিবীতে এটি আল্লাহর দেওয়া শোভনীয় বস্তুসমূহের একটি। আল্লাহর এ অনুগ্রহ তালাশ করা প্রত্যেক বান্দার ওপর ফরজ। স্বয়ং আল্লাহ্ বলেছেন :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

> 'বলুন, "কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যোপকরণ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রিজিক?"'[১]

আমরা যে জায়গাটাতে ভুল করি, সেটা হচ্ছে, আমরা জেনেও বুঝতে চেষ্টা করি না যে, সম্পদ আলাদা রিজিক, সুখ আলাদা আরেকটি রিজিক। আল্লাহ তাআলার নিয়ম এটাই। তাই সম্পদ ও সুখকে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মনে করা সঠিক নয়। সম্পদ আসলে সুখ আসবেই এমনটা বিশ্বাস করা নির্বুদ্ধিতা। আমরা যদি মনে করি যে, বস্তুগত কোনো কিছুর লক্ষ্যে অনেক পরিমাণ সম্পদ খরচ করার পর আমরা সুখ পাব, তাহলে আমাদের এমন ভাবনা আমাদের কেবল হতাশই করবে।

Stumbling On Happiness বইয়ের লেখক প্রফেসর ডেনিয়েল গিলবার্ট বলেন, 'আমরা মানুষরা অনেক বড় ভুল করি, যখন আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করি যে, অমুক জিনিসটি এলে আমি সুখী ও প্রশান্ত হব। আমরা ধারণা করি যে, যখন অমুক সফরে যাব বা অমুক গাড়িটি কিনব, তখন আমি অনেক বেশি সুখী ও প্রশান্ত হব। কিন্তু আমরা অবশেষে কেবল হতাশাই পাই। সফর বা গাড়ির সমস্যার কারণে নয়; বরং আমাদের মাত্রাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষার কারণেই আমাদের এ অবস্থা হয়।'

---

১. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৩২।

পরিসংখ্যানও এমনটা বলে যে, ফোর্বসের সেরা ধনীদের তালিকার ৪০% লোকের চাইতে একজন সাধারণ মানুষ আরও বেশি সুখী। নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ বেতন পাওয়া লোকদের ইন্টারভিউ নিয়ে দেখা গেছে, তাদের প্রত্যেকের ভেতরেই একই বিষয় কাজ করে যে, তাদের ধারণা, যদি তাদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তারা আরও বেশি সুখী হতে পারবে। কিন্তু তারা জানে না যে, তারা সকলেই ভুল দিকে দৌড়াচ্ছে।

এখানে সম্পদ বা অর্থে সমস্যা নয়, পৃথিবী আবাদ করতে এবং কল্যাণকে ছড়িয়ে দিতে অর্থ-সম্পদ জরুরি। সমস্যাটা হচ্ছে, আমাদের ভুল আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, আমরা মানুষরা মনে করি সম্পদ এলে সুখও আসে। আমরা দুটো জিনিসকে ভুলভাবে সম্পৃক্ত করছি। উদাহরণত, কারও গাড়ির জ্বালানি শেষ হয়ে গেল, এখন সে গাড়ির জ্বালানি পুরো করার জায়গাটাতে পানি দিয়ে ভর্তি করছে, আর আশা করছে যে, এভাবে সে তার গাড়ি চালাতে পারবে!

হ্যাঁ, পানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পানি ছাড়া জীবন চলে না। কিন্তু পানি দিয়ে জ্বালানি শেষ হওয়া একটা গাড়ি চালানো যাবে না। যদিও শত বছর ধরে চেষ্টা করে যাওয়া হয়, তবুও না। সম্পদ দিয়ে সুখ কেনার ব্যাপারটাও এমনই। পানি দিয়ে যেমন গাড়ি চলে না, সম্পদ দিয়েও সুখ কেনা যায় না।

আমরা যত সম্পদের মালিকই হই না কেন, আমরা আরও বেশি চাইতে থাকব!

পৃথিবীকে আবাদ করা বা অন্য মানুষের জীবনকে উন্নত করার জন্য নয়; বরং নিজেদের সুখ-শান্তির জন্য এ প্রত্যাশা করেই যাব।

এভাবে আমরা সারা জীবন সম্পদের পেছনে দৌড়াতে থাকব; কিন্তু কখনো সুখ-শান্তিকে আপন করে পাব না।

কারণ আমরা তো ভুল দিকে এগুচ্ছি।

তাহলে আমরা কীভাবে সুখ-শান্তির খোঁজ পাব?

যদি আমরা এভাবে ভুলপথে থেকে সুখকে নতুন নতুন জিনিসের সাথে যুক্ত করে দিতে থাকি, তাহলে মূলত আমরা সুখকে আমাদের কাছ থেকে আরও বেশি দূরে ঠেলে দিচ্ছি।...